গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা কমিশন
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পল্লী প্রতিষ্ঠান উইং, পল্লী উন্নয়ন-১ শাখা

বিষয়: "ভূমি ব্যবস্থাপনার অটোমেশন" শীর্ষক প্রকল্পের উপর অনুষ্ঠিত পিইসি সভার কার্যবিবরণী।

ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত "ভূমি ব্যবস্থাপনার অটোমেশন" শীর্ষক প্রকল্পের উপর পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সদস্য জনাব এ.এন.সামসুদ্দিন আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে গত ১২-০১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা সংযোজনী-'ক' এ দ্রষ্টব্য।

২। উপস্থাপনা:

২.১ সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রধান প্রকল্পটি সভায় উপস্থাপনকালে বলেন যে, ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত আলোচ্য প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৯৪৮.৩২৭০ কোটি টাকা যার সম্পূর্ণটাই জিওবি অনুদান এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো:

১) দেশের ভূমি সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরসমূহে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর একটি সমন্বিত ভূমি ব্যবস্থাপনা (Automated Land Management) সিস্টেম প্রবর্তন;
২) আধুনিক ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ভূমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
৩) ভূমি সংশ্লিষ্ট নাগরিক সেবাসমূহ (যেমন: নামজারি, ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি বন্দোবস্ত, ইত্যাদি) সহজপ্রাপ্য করা এবং
৪) ভূমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে অনলাইন অফিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম স্থাপন।

তিনি আরো বলেন যে, প্রকল্পটি দেশের ৫৮টি জেলার ৪৫১টি উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৩। আলোচনা:

৩.১ আলোচনার শুরুতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) বলেন যে, ১৯৯৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১০টি প্রকল্প গ্রহণ করা হলেও কোন প্রকল্পই টেকসই হয়নি। বেশীর ভাগ প্রকল্পগুলোতে ভূমির মিউটেশন নিয়ে কাজ করা হয়েছে। বস্তুতঃ ভূমি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে মিউটেশন ছাড়াও বহুবিধ বিষয় জড়িত। ফলে সম্পূর্ণ ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন সম্ভব হচ্ছে না। আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে মিউটেশনসহ ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়গুলোকে অটোমেশনের আওতায় আনার প্রস্তাব করা হয়েছে। অটোমেশনের মূল লক্ষ্য হলো ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সফটওয়্যার তৈরী এবং ঐ সকল সফটওয়্যারের মাধ্যমে one stop service-এর মাধ্যমে জনগণকে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রদান। এ প্রেক্ষিতে কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রধান বলেন যে, ভূমি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের সক্ষমতা সন্তোষজনক নয়। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কারিগরীধর্মী এবং এটি বৃহৎ আকারে গ্রহণ করা হয়েছে। এত বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে সম্ভব হবে কিনা সে বিষয়ে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং সম্পূর্ণ প্রকল্পটি একবারে বাস্তবায়ন না করে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলো কেন টেকসই হয়নি তা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i প্রোগ্রাম সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী পর্যালোচনা ও সমন্বয় করে আলোচ্য প্রকল্পের অঙ্গ পুনর্নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সভায় এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়। আলোচনান্তে, এ যাবৎ বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী পর্যালোচনা ও সমন্বয় করে আলোচ্য প্রকল্পের অঙ্গ পুনর্নির্ধারণ এবং প্রকল্পের প্রথম ২ বছরে প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার তৈরী, পরবর্তী ১ বছর তৈরী সফটওয়্যারসমূহের পাইলটিং ও প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং শেষ ২ বছরে সম্পূর্ণ ব্যবস্থাকে প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যারসহ সারাদেশে রেপ্লিকেট করার বিষয়টি বিবেচনা করার বিষয়ে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

৩.২ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i প্রোগ্রামের প্রতিনিধি অবহিত করেন যে, a2i প্রোগ্রামের আওতায় ভূমি মিউটেশন সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া ভূমি সংস্কার বোর্ডের সাথে a2i এর একটি MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে যার মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে (যেমন: Mutation, Revision, LD Tax এবং AC land miscase) সেবা প্রদান করা হবে। এ চুক্তির আওতায় [illegible] সদরসহ ৭ টি উপজেলায় পাইলটিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সভায় ভূমি জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রকল্পের প্রতিনিধি বলেন যে, তাদের প্রণীত সফটওয়্যারের মাধ্যমে মিউটেশন ছাড়াও খতিয়ান ও মৌজা ম্যাপ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটির সার্ভার সংযোগের কাজ চলছে। এ প্রকল্পের আওতায়

[illegible] Project 2 [illegible] Land Ministry Automation of Land Management [illegible] Minutes 17-01-2017.doc

জানুয়ারি মাসের মধ্যে ৪৫টি উপজেলায় অনলাইনের মাধ্যমে মিউটেশন কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন যে, চলমান প্রকল্পগুলোতে ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন সংক্রান্ত মিউটেশন সফটওয়্যার সহ অন্যান্য অর্জনসমূহের যতটুকু অংশ টেকসই হবে সে সকল কার্যাবলী বর্তমান প্রকল্পের সাথে সমন্বয় করা হবে।

৩.৩ সভায় মত প্রকাশ হয় যে, যেহেতু প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো সমগ্র দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন সেহেতু পার্বত্য জেলাসহ দেশের সকল জেলা প্রকল্পের আওতায় আনা প্রয়োজন এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে ঐকমত্য হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে পার্বত্য জেলাসমূহ এবং দেশের সকল জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নসমূহকে প্রকল্পের আওতায় আনতে হবে।

৩.৪ আইএমইডি-র প্রতিনিধি বলেন যে, প্রস্তাবিত প্রকল্পটি উচ্চ মাত্রার কারিগরী প্রকল্প। মূলতঃ সামগ্রিক ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশনের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় কয়েকটি সফটওয়্যার তৈরী করা হবে। সফটওয়্যারসমূহের কারিগরী দিকগুলো সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করার জন্য একই সাথে ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে বিশদ প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান সম্পন্ন জনবল প্রকল্পে থাকা জরুরী। কারণ ইতোপূর্বে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অধিকাংশ প্রকল্প সফটওয়্যার সংক্রান্ত জটিলতার কারণে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। আইএমইডি-র প্রতিনিধি আরো বলেন যে, ডিপিপি-তে প্রস্তাবিত পরামর্শকদের যোগ্যতা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। যেমনঃ আইটি কনস্যালটেন্টের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কম্পিউটার সায়েন্স/আইটি-তে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সফটওয়্যার তৈরীর কাজে অভিজ্ঞতা; ডোমেইন স্পেশালিস্ট এর জন্য যে কোন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর পরিবর্তে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কম্পিউটার সায়েন্স/আইটি-তে স্নাতক ডিগ্রী থাকা সমীচীন হবে। এছাড়া তিনি উল্লেখ করেন যে, ডিপিপি-র লগফ্রেমে indicator-এর বিপরীতে যে MOV নির্ধারণ করা হয়েছে তা সুনির্দিষ্ট নয়। এই লগফ্রেমের মাধ্যমে প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি সুনির্দিষ্টভাবে মনিটর করা যাবে না বিধায় এটি যথাযথভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

৩.৫ আইএমইডি-র প্রতিনিধির মতামতের প্রেক্ষিতে কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের যুগ্ম-প্রধান বলেন যে, সফটওয়্যারসমূহ তৈরীর জন্য প্রকল্পের আওতায় কোন ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ না করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সফটওয়্যারসমূহ তৈরী করা যৌক্তিক হবে। যোগ্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্ধারণের লক্ষ্যে যথাযথ দরপত্র তৈরীর জন্য PIU-এর আওতায় নির্দিষ্ট জনমাসের জন্য ১ জন প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়া, নির্মিতব্য সফটওয়্যারসমূহের feature সঠিকভাবে নির্ধারণের লক্ষ্যে PIU-এ প্রয়োজনীয় জনমাসের জন্য ১ জন প্ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট নিয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়া, পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সফটওয়্যারসমূহ যথাযথভাবে বুঝে নেওয়ার জন্য PIU-এর সিস্টেম এনালিস্ট, প্রোগ্রামার ও মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার পদের শিক্ষাগত যোগ্যতা আরো সুনির্দিষ্ট করার জন্য সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

৩.৬ পল্লী প্রতিষ্ঠান উইং-এর যুগ্ম-প্রধান উল্লেখ করেন যে, আলোচ্য প্রকল্পটির উপর গত ১০-১০-২০১৬ এবং ১৪-১২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগে আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রজেক্ট এ্যাপ্রেইজল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পটি বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয় এবং নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ গৃহীত হয়ঃ

- প্রকল্পটি ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত হতে পারে।
- প্রকল্পের প্রস্তাবিত কার্যক্রম একই প্রকল্পের আওতায় পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। ১ম পর্যায়ে সফটওয়্যার তৈরী, তার সীমিত পরিসরে পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং Tenant profile/plot profile ডাটা-বেজসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম। ২য় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয় অফিস সরঞ্জাম ও ফার্নিচার সরবরাহসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম। পর্যায়ভিত্তিক বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত কার্যক্রম ও বাজেট সুনির্দিষ্ট করে সময়সীমাসহ ডিপিপি-তে প্রতিফলিত করতে হবে।
- বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের আওতায় প্রণীত ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত Software সমূহ প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে Customize করে বর্তমান প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বয় করা যেতে পারে।
- পুনর্গঠিত ডিপিপি-তে প্রকল্পের জন্য বছর ভিত্তিক ব্যয়ের হিসাব উল্লেখ করতে হবে।
- ভূমি মন্ত্রণালয়ের এমটিবিএফ-এর আওতায় আলোচ্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থায়ন কিভাবে করা হবে তা ডিপিপি-তে উল্লেখ করতে হবে।
- ডিপিপি-র প্রস্তাব অনুযায়ী ডিপিডি হিসেবে জেলা প্রশাসকগণ এবং এপিডি হিসেবে সহকারী কমিশনার (ভূমি) দায়িত্ব পালন করতে পারেন। তবে এ দায়িত্ব পালনের জন্য কোন দায়িত্বভাতা পাবেন না।
- ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্বল্প মেয়াদী (১-১২সপ্তাহ) প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা যেতে পারে। ডিপিপি-তে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিভাজন উল্লেখ করতে হবে।
- প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত নির্ধারণ করা যেতে পারে।
- প্রকল্পের কার্যক্রম যেহেতু স্থায়ী প্রকৃতির সেহেতু প্রকল্পের মেয়াদ শেষে কার্যক্রম টেকসই করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের কাঠামো অর্থ বিভাগের জনবল কমিটির সুপারিশসহ ডিপিপি-তে উল্লেখ করতে হবে।

- 'সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি, অক্টোবর ২০১৬' অনুযায়ী ডিপিপি বাংলায় প্রণয়ন করতে হবে।

এ্যাপ্রেইজল সভার সুপারিশসমূহ পর্যালোচনান্তে পিইসি সভায় গৃহীত হয়। যুগ্ম-প্রধান সভায় উল্লেখ করেন যে, আলোচ্য প্রকল্পে ৩৫৭৯ টি GNSS মেশিন ক্রয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। যার প্রতিটার মূল্য ১৫.০০ লক্ষ টাকা। এসব মেশিন মাঠ পর্যায়ের ভূমি অফিসে ব্যবহৃত হবে। এত উচ্চ মূল্যের মেশিন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সংরক্ষণ সুবিধা আছে কিনা বা প্রত্যেক ভূমি অফিসে এর প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা যাচাই করা প্রয়োজন। বিষয়টি সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রকৃত প্রয়োজনীতা যাচাই করে সর্বোচ্চ ২০০০ টি GNSS মেশিন ক্রয় এবং মাঠ পর্যায়ে সরবরাহের সিদ্ধান্ত হয়।

৩.৭ সবশেষে এ্যাপ্রেইজল সভায় সুপারিশকৃত প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক ব্যয় পিইসি সভায় উপস্থাপন করা হয়। পিইসি সভায় উক্ত সুপারিশকৃত ব্যয় পর্যালোচনান্তে প্রকল্পের পুনর্গঠিত অঙ্গের ভিত্তিতে ব্যয় প্রাক্কলনের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।

৪.০ সিদ্ধান্ত ঃ নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে প্রস্তাবিত "ভূমি ব্যবস্থাপনার অটোমেশন" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করতে হবে ঃ

৪.১ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i প্রোগ্রাম সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী পর্যালোচনা ও সমন্বয় করত: a2i এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করে আলোচ্য প্রকল্পের অঙ্গ পুনঃনির্ধারন করতে হবে।

৪.২ ইতিপূর্বে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ টেকসই না হওয়ার গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা ডিপিপি-তে উল্লেখ করতে হবে।

৪.৩ প্রস্তাবিত প্রকল্পটি একটি ডিপিপি-র আওতায় পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রকল্পের প্রথম ২ বছরে প্রয়োজনীয় সফট্‌ওয়্যার তৈরী, পরবর্তী ১ বছর মেয়াদে তৈরী সফট্‌ওয়্যারসমূহের পাইলটিং ও প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং শেষ ২ বছরে সম্পূর্ণ ব্যবস্থাকে প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যারসহ সারাদেশে রেপলিকেট করতে হবে।

৪.৪ পর্যায়ভিত্তিক বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত কার্যক্রম ও বাজেট সুনির্দিষ্ট করে সময়সীমাসহ ডিপিপি-তে প্রতিফলিত করতে হবে।

৪.৫ সফট্‌ওয়্যারসমূহ তৈরীর জন্য প্রকল্পের আওতায় কোন ব্যক্তি পর্যায়ে পরামর্শক নিয়োগ না করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তৈরী করতে হবে।

৪.৬ যোগ্য পরামর্শ প্রতিষ্ঠান নির্ধারণের লক্ষ্যে যথাযথ দরপত্র তৈরীর জন্য PIU-এর আওতায় নির্দিষ্ট জনমাসের জন্য ১ জন প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে।

৪.৭ নির্মিতব্য সফট্‌ওয়্যারসমূহের feature সঠিকভাবে নির্ধারণের লক্ষ্যে PIU-এ প্রয়োজনীয় জনমাসের জন্য ১ জন ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট নিয়োগ করা যেতে পারে।

৪.৮ PIU-এর সিস্টেম এনালিস্ট, প্রোগ্রামার ও মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার পদের শিক্ষাগত যোগ্যতা আরো সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

৪.৯ পুনর্গঠিত ডিপিপি-তে প্রকল্পের জন্য বছর ভিত্তিক ব্যয়ের হিসাব উল্লেখ করতে হবে।

৪.১০ ভূমি মন্ত্রণালয়ের এমটিবিএফ-এর আওতায় আলোচ্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থায়ন কিভাবে করা হবে তা ডিপিপি-তে উল্লেখ করতে হবে।

৪.১১ ডিপিপি-র প্রস্তাব অনুযায়ী পিডি হিসেবে ডেপুটি কমিশনার এবং এপিডি হিসেবে সহকারী কমিশনার (ভূমি) দায়িত্ব পালন করতে পারেন। তবে এ দায়িত্ব পালনের জন্য কোন দায়িত্বভাতা পাবেন না।

৪.১২ ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্বল্প মেয়াদী (১-১২সপ্তাহ) প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা যেতে পারে। ডিপিপি-তে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিভাজন উল্লেখ করতে হবে।

৪.১৩ প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত নির্ধারণ করতে হবে।

৪.১৪ প্রকল্পের কার্যক্রম যেহেতু স্থায়ী প্রকৃতির সেহেতু প্রকল্পের মেয়াদ শেষে কার্যক্রম টেকসই করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের কাঠামো অর্থ বিভাগের জনবল কমিটির সুপারিশসহ ডিপিপি-তে উল্লেখ করতে হবে।

৪.১৫ ডিপিপি-র লগ ফ্রেম যথাযথভাবে প্রণয়ন করতে হবে।

৪.১৬ 'সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি, অক্টোবর ২০১৬' অনুযায়ী ডিপিপি বাংলায় প্রণয়ন করতে হবে।

৫। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২০.০১.২০১৭

(এ.এন.সামসুদ্দিন আজাদ চৌধুরী)
সদস্য

I:\Project 2016\Land Ministry\Automation of Land Management\pec\PEC Minutes 17-01-2017.doc

সংযোজনী-'খ'

"ভূমি ব্যবস্থাপনার অটোমেশন শীর্ষক প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের উপর ১২-০১-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকাঃ

ভূমি মন্ত্রণালয়ঃ
১। জনাব আবুয়াল হোসেন, অতিরিক্ত সচিব
২। জনাব মোঃ কামাল আতাহার হোসেন, উপ-প্রধান
৩। জনাব মোঃ ফজলুর রহমান, সিনিয়র সহকারী প্রধান

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ঃ
৪। জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক, ন্যাশনাল কনস্যালটেন্ট (এটু আই)

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ বিভাগঃ
৫। জনাব মোঃ মাহবুব জামান খান, সহকারী পরিচালক

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগঃ
৬। জনাব জোসেফা ইয়াসমিন, সহকারী প্রধান

কার্যক্রম বিভাগঃ
৮। জনাব ড. সেলিনা আক্তার, যুগ্ম-প্রধান

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরঃ
৯। জনাব এ, কে, এম শাহাবুদ্দিন, উপ-পরিচালক
১১। জনাব মোহাম্মদ ফারুক আলম, উপ-প্রকল্প পরিচালক (ডিএলএমএস)

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, বালাগঞ্জ, সিলেটঃ
১১। জনাব এ, টি, এম আজহারুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার

কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগঃ
৪। জনাব শেখ নজরুল ইসলাম, প্রধান
৫। জনাব মোঃ মনজুরুল আনোয়ার, যুগ্ম-প্রধান
৬। জনাব খুসরাত মেহ্ জাবীন, উপ-প্রধান
৭। জনাব সৈয়দ জাহিদুল আনাম, সিনিয়র সহকারী প্রধান
৮। রুনু সাহা, সহকারী প্রধান